গাংনীতে গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে চালক নিহত, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনীতে গরুবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে উজ্জ্বল হোসেন (৩৫) নামে এক ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রলিতে থাকা আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (৮ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার রাইপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত উজ্জ্বল হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

আহতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের ইসমাইল হোসেন (৪৫), সাবদার আলী (৫০), রফিকুল ইসলাম (৫০); চকশ্যামনগর গ্রামের কবির হোসেন (৫০), ওসমান আলী (৪৮), ইসরাফিল হোসেন (৫০); যাদবপুর গ্রামের নাজমুল হোসেন (৩৫), বামনপাড়া গ্রামের রাজা হোসেন (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং রাধাকান্তপুর গ্রামের লিটন আহমেদ (৩৫)।

আহত শহিদুল ইসলাম জানান, তারা মেহেরপুর থেকে গরুবোঝাই ট্রলি নিয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পশুর হাটে যাচ্ছিলেন। পথে রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক উজ্জ্বল হোসেন নিহত হন এবং ট্রলিতে থাকা অপর ১০ জন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, “আমরা বাজারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ গরুবোঝাই ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ট্রলির নিচে মানুষ ও গরু চাপা পড়ে। পরে স্থানীয়রা ট্রলিটি সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করেন এবং দড়ি কেটে গরুগুলোকে বের করেন। আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।”

রাইপুর গ্রামের রানা মিয়া জানান, তিনি একটি সেলুনে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে এসে ট্রলিটি উল্টে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অপর প্রত্যক্ষদর্শী জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, “গাড়িটি আলমডাঙ্গা পশুর হাটের দিকে যাচ্ছিল। রাইপুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চালক নিহত হন এবং অন্যরা গুরুতর

আহত হন।”

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, উজ্জ্বল হোসেনকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, গরুবোঝাই ট্রলি উল্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে মোটরসাইকেল-ট্রলি সংঘর্ষে তিন যুবক আহত

গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামের তিন যুবক আহত হয়েছেন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় নওপাড়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুহিন, ইমন ও সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে করে দ্রুতগতিতে বাজার পার হচ্ছিলেন। এসময় সামনে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে জোরালো ধাক্কা লাগলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রলিচালক পালিয়ে গেলেও তাঁর এক সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। ট্রলিটিকে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে ট্রলির সাথে যাত্রীবাহি বাসের ধাক্কায় আহত ৩

মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে মাটিবাহি ট্রলির সাথে যাত্রীবাহি একটি বাসের ধাক্কায় ট্রলি চালকসহ তিনজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার শিমলতলা গ্রামের একতার হোসেনের ছেলে জলি (৩৫)। বাদিয়া পাড়া গ্রামের বুলবুল হোসেনের ছেলে আব্দুর ছাত্তার (২৮)। এছাড়াও মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের বাসিন্দা ট্রলির ড্রাইভার বাবু মিয়া (৩০) আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স ভর্তি করেছে। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয়রা জানান, মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে এসময় ট্রলি করে মাটি রাস্তার ধারে ফেলার সময় যাত্রীবাহি বাস ধাক্কা দিলে ট্রলি খাদে পড়ে ড্রাইভারসহ শ্রমিক আহত হয়েছে।

এ বাপারে গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম সড়ক দৃর্ঘটনায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুজিবনগরে বাগানের মধ্যে দিয়ে ট্রলি নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় বাগান মালিককে কুপিয়ে জখম

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুরে নিজস্ব লিচু বাগানের ক্ষতি করে ভিতর দিয়ে ট্রলি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাগান মালিক ও ব্যাবসায়ী জিয়াউর রহমান মোল্লা নামের একজনকে কুপিয়ে জখম করেছে শিবপুর গ্রামের মুজিবর রহমান ও তাঁর লোকজন ।আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা ভবানীপুর গ্রামের মৃত আহসান আলী মোল্লার ছেলে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে বাগান মালিক জিয়াউর রহমান মোল্লার নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা জানান প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও তিনি তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সে বসে ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে আচমকা শিবপুর গ্রামের রহমত আলীর ছেলে মজিবার ও আজাদের ছেলে হালিম এবং মতি গাজির ছেলে ফয়সাল সঙ্গীয় লাঠিয়াল বাহিনী দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাকে মারপিট করে এবং কুপিয়ে জখম করে আমার কাছ থাকা ২৫ হাজার ১০০ টাকা ছিনতায় করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত জিয়াউর রহমানের বড় ভাই হালিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে আমি সহ আশে পাশের লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার ভাই জিয়াউর রহমান পড়ে আছে আমি স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি এবং তার চিকিৎসা করি।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, জিয়াউর রহমান মোল্লার হাত কেটে যাওয়ায় ছয়টি সেলায় দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিবপুর গ্রামের মতি গাজীর ছেলে ফয়সাল হোসেনের কাছে

জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা কচুর ব্যবসা করি। জিয়া মোল্লার বাগানের আইল দিয়ে ট্রলি যাওয়া আসা করে। ঘটনার দিন ট্রলি দিয়ে কচু আনতে যাওয়ার সময় জিয়া মোল্লা টলির চাকা এবং বেল্ট ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয়। আমরা এ বিষয়ে তার কাছে জানতে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের মারতে আসে এ সময় দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে স্থানীয়রা এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয়। এ সময় আমরা চলে আসি। জিয়া মোল্লা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে যে হাতে কোপ মেরে কেটে দেওয়া হয়েছে এবং টাকা ছিনতাই করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এরকম কোন ঘটনা সেখানে ঘটেনি। সে নিজেই নিজের হাত কেটে আমাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাচ্ছে।

হামলার ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের বলেন,বিষয়টি শুনেছি এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।এখনো কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।